মুজিবনগরে করোনায় মৃত রুগীদের স্বেচ্ছায় দাফন করবে কওমী ওলামাগণ

মুজিবনগরে করোনা ভাইরাসের কারনে যদি কারও মৃত্যু ঘটে তাহলে স্বেচ্ছায় মৃত্যু ব্যাক্তিকে গোসল ও দাফন-কাফন করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন ইসলামী আন্দোলন কওমী ওলামায়ে কেরামগন মুজিবনগর উপজেলা শাখা।

এ লক্ষে তারা রবিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট ১৭ জন কওমী ওলামায়ে কেরামগনের একটি তালিকা দিয়েছেন।

এ সময় তারা বলেন, আমরা খবরে দেখছি বিভিন্ন দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। কিন্তু এই ভাইরাসটি এক জনের শরির থেকে আরেক জনের শরিরে ছড়িয়ে যাবার ভয়ে কেউ ঐ মৃত ব্যক্তির গায়ে হাত দিচ্ছে না। এমনকি তাকে গোসল কিংবা দাফন ঠিকমত করছে না। মেশিনে করে তুলে নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুতে রেখে আসছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের জীবন বাজি রেখে হলেও আমরা মুজিবনগরে করোনায় মৃত্যু ব্যক্তিকে স্বেচ্ছায় গোসল ও দাফন করাবো।

মেপ্র/ইএম

মুজিবনগরে কোভিড-১৯ ভলেন্টিয়ারদের মাঝে সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান

মুজিবনগরে কোভিড-১৯ ভলেন্টিয়ারদের মাঝে মাক্স,হ্যান্ডগ্লাপ্স ও ব্লিচিং পাওডার প্রদান করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি।

শনিবার দুপুর সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস কক্ষে এ সকল সুরক্ষা সামগ্রী প্রদান করা হয়।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভলেন্টিয়ারদের উদ্যেশে বলেন, আপনার জানেন যে আমাদের দেশে করোনা বর্তমানে মহামারি আকারে ধারন করতে শুরু করেছে। এই মহামারি থেকে বাচতে আমাদের সকলের সচেতনতার প্রয়োজন। আর জনগনকে সচেতন করার জন্য কোভিট-১৯ ভলেন্টিয়াররা কাজ করবে। কাউকে সচেতন করতে গিয়ে কেউ আপনারা কাউকে কটু করে কথা বলবেন না। সকলকে বুঝিয়ে বাসায় থাকার জন্য আহব্বান করবেন।

আর যদি কেউ আপনাদের কথা না শুনতে চাই তাহলে আপনারা বিষয়গুলো আমাকে জানাবেন প্রয়োজনে আমি সেখানে যাবো। তাছাড়া প্রশাসনের পাশাপাশি করোনা মোকাবেলায় মুজিবনগর উপজেলার ভলেন্টিয়াররসকল ধরনের সহযোগীতা করবে বলে আমি আশা করছি।

মোবাইল কোর্টে গিয়ে খাদ্য সহয়তা প্রদানঃ সহযোগীতার সিদ্ধান্ত ইউএনও

মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর গ্রামের মৃত,তৌহিদ শেখের ছেলে ইসলাম শেখ(বিহারী)। বাগোয়ান ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড ভবেরপাড়া গ্রামের ভোটার তিনি। সোনাপুর নতুনপাড়া মাঠের ভিতর এক টুকরো জমি থাকায় সেখানে বসবাস করে সে।

স্ত্রী,দুই মেয়ে ও এক ছেলে সহ ৫ জনের সংসার তার। একজনের আয়ে চলে তার পরেবারের ৫ জনের পেট। ঝাপের তৈরি একটি কামরার ভিতর রয়েছে একটি মাত্র খাট। এই ঘরের মধ্যেই রান্না, খাওয়া ও পাঁচজন মানুষের বসবাস।

ঘরের টিনগুলোও ভাঙা, উপরের দিকে তাকালে আকাশ দেখা যাই। ঘরের চাটাইয়ের ভাঙ্গা বেড়ার যে কোনো দিক দিয়ে শিয়াল, কুকুর, সাপ বা

মানুষও খুব সহজে প্রবেশ করতে পারে। এই ঘরেই রয়েছে বিয়ের উপযুক্ত দুইটি মেয়ে।

বর্তমানে বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাস মহামারি আকারে ধারন করায় মানুষের কাজ কাম, চলা ফেরা সিমিত করে দেওয়া হয়ছে। জনগনকে বারবার বাসায় থাকার জন্য আহব্বান করছে প্রশাসন। কাজ না করেও যাতে করে কেউকে না খেয়ে থাকতে না হয় সে জন্য প্রর্যাপ্ত পরিমানে ত্রান দিচ্ছে সরকার। কিন্তু অনেকেই সরকারী এই অনুদান পেলেও খাবারের জন্য একটিও চাল পাইনি অসহায় পরিবার। তবে সেই পরিবারের প্রতি সুদৃষ্টি পরেছে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীর।

এ অসহায় পরিবারে এ অবস্থার পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শনিবার বিকালে তার বাড়ি ঘর দেখার পর উপজেলায় ডেকে নিয়ে সরকারী খাবার সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। সামনে কখনো সরকারী বরাদ্ধ গরীবদের মাঝে ঘর আসলে তাকে একটি ঘরের ব্যাবস্থা করে দেওয়া হবে বলে মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানিয়েছেন ইউএনও উসমান গনি। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জানান, শনিবার দুপুরে তার বাড়িতে মোবাইল কোর্টের অভিযান চালানো হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার এই দূর-অবস্থা দেখতে পাই।

মাঠের ভিতর একটিই মাত্র বাড়ি, তার উপর ভাঙা ঝাপের ঘর। চোখের সামনে দেখতে পাই স্ত্রী-সন্তানসহ ৫ সদস্য বিশিষ্ঠ পরিবারটির অমানবিক জীবন-যাপন। তার পরিবারে বিয়েতূল্য দুইটা মেয়ে আছে। তাদের দেখার পর নিজের কাছে মনে হলো একে যদি সাজা দিই তাহলে আরো বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে এই পরিবারের। একে সাজা দিলে ভাবে থাকবে এই পরিবার।

কে দেবে বিয়েতূল্য দুই মেয়ের নিরাপত্তা।তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম তাকে সাজা দেওয়াতো দূরে থাক, বরং কিছু টাকা এই পরিবারকে দিয়ে আসা উচিত। এরপর সাথে সাথে আমি তাদেরকে উপজেলায় আসতে বলি। তারা উপজেলা আসলে তাদের হাতে তুলে দিই সরকারীভাবে দেওয়া ত্রানের একটি অংশ। আমি যতদিন মুজিবনগরে আছি ততদিন এই পরিবারের এ অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করবো। যতদূর পারি এই পরিবারকে সরকারি সহযোগিতা প্রদান করবো।

মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি এখনো পাননি মুক্তিযোদ্ধা সনদ

মোমিন চৌধুরী মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের উজ্জল নক্ষত্রের নাম। ১৯৭১ সালের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন হওয়ার সময় মুক্তিযুদ্ধকালীন মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি। মুজিবনগর দিবস সহ মুক্তিযুদ্ধের সাক্ষী হয়ে ৮০ পেরিয়েছেন।

স্বাধীনতার সূতিকাগার মুজিবনগর ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন কে দেওয়া বিশেষ সাক্ষাতকার-

মে.প্র: আপনি কেমন আছেন?
মোমিন চৌধুরী: আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তবে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটু আতঙ্কে আছি। সেই সাথে আফসোস হচ্ছে করোনা পরিস্থিতে এবার মুজিবনগর দিবসে অনাড়াম্বের কারনে।

মে.প্র: সংগ্রাম কমিটি গঠন সম্পর্কে কিছু বলেন?
মোমিন চৌধুরী: ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষনের পর আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে ১০/১১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে মরহুম ছহি উদ্দিনের অনুমতি নিয়ে ভবরপাড়া গ্রামে আমরা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করি। এদিকে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার পর মার্চ মাসে বর্ডারের অবস্থা সেরকম ভয়াভহ না থাকায় ইন্ডিয়া থেকে লোকজন আসতো। একই সাথে যুদ্ধ হচ্ছিলো। ইন্ডিয়া থেকে কিছু ঔষধপত্র, গোলাবারুদ এগুলো কিছু মানুষ এসে আমাদের অফিসে দিয়ে যেত। পরে ওগুলো আমরা আমাদের অফিস থেকে মেহেরপুর অফিসে পৌছায়ে দিতাম। এরপর ২৬ই মার্চ ইপিআর ক্যাম্পে থাকা পাকিস্থানের পতাকা নামিয়ে আমরা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করি। পতাকা তোলার পর ২৮ই মার্চ থেকে ইপিআরক্যাস্প এখান থেকে চলে যায় চুয়াডাঙ্গাতে। ক্যাম্প চলে যাওয়ার পর আনসার সদস্যরা এখানে থাকে । আমরা তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাবস্থা করে দিই।

মে.প্র: ১৭ই এপ্রিলের আগের কিছু ঘটনা বলেন?
মোমিন চৌধুরী: ১৫ এপ্রিল আনুমানিক বিকাল ৪টা। আমি আর আমার

সহকারী সুশিল মল্লিক বৈদ্যনাথতলা রাস্তায় ঘোরাফেরা করার সময় হঠাৎ ইন্ডিয়া থেকে দুইজন লোক এসে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলো তোমরা কারা? তখন আমরা বললাম আমরা সংগ্রাম পরিষদের লোক, ভারত থেকে আসা বিভিন্ন সামগ্রী আসলে সেগুলো আমরা নিয়ে ক্যাম্পে পৌছায়ে দিই। পরে তিনারা আমাদের নাম জানতে চাইলে আমরা নাম বলে দিই। তারপর তারা বললেন, তোমাদের এখানে বৈদ্যনাথতলা কোথায় আছে।

তখন আমরা বলললাম বৈদ্যনাথতলা তো এইটা। তখন তারা বৈদ্যনাথতলার বাগান দেখতে চাইলে আমরা তাদের বাগান দেখাইয়ে দিলাম। এমন সময় তাদের ভিতর থেকে শুশিল কুমার নামের একজন লোক পরিচয় করায় দিলো ক্যাপ্টেন মুনসুর নামের সেনা সদস্যের সাথে। তারপর তারা আমাদেরকে বললো এখানে একটা ছোট সভা হবে। আপনারা জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে কিছু দেবদারু গাছের পাতার একটা গেট ও কিছু চৌকি দিয়ে একটি স্টেজ তৈরি করে দিয়েন। তারপর তারা আমাদের এখানে ইপিআর ক্যাম্পে থাকলো। আমরা তাদের কথামত ১৬ এপ্রিল একটা গেট ও স্টেজ তৈরি করে ফেললাম। গেটের একপাশে লিখে দিলাম ওয়েলকাম ও আরেকপাশে লিখে দিলাম স্বাগতম।

মে.প্র: আপনার দেখা প্রথম ১৭ই এপ্রিল সম্পর্কে কিছু বলেন?
মোমিন চৌধুরী: মুজিবনগরে ইপিআর নামের একটি ক্যাম্প ছিলো। সংগ্রাম কমিটি গঠনের পর সেই ক্যাম্পে আনসার সদস্যরা থাকতো। তাদের সাথে আমরাও থাকতাম। ইন্ডিয়ায় থেকে যেসব মালামাল আসতো সেগুলো আমরা মেহেরপুর অফিসে পৌছায়ে দিতাম।
সে দিন ছিল ১৭ই এপ্রিল ভোর রাত। আমরা সকলে একসাথে বসে আছি। হঠাৎ দেখি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহম্মেদ, মুস্তাক আহম্মেদ, ইউসুফ আলী, কর্নেল এম এ জি উসমানীসহ কয়েকজন মানুষ মুজিবনগরে আসেন।

এদিকে ১৭ ই এপ্রিল সভা করার জন্য সকল ব্যাবস্থা সম্পন্ন। সবাই তখন মঞ্চে উপস্থিত হল। এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমদ কে প্রধানমন্ত্রী করে সরকার গঠন করা হয়। এছাড়াও ক্যাপ্টেন এম মুনসুর আলীকে অর্থ, শিল্প ও বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ এইচ কামরুজ্জামান কে স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও কৃষি মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাংলার মীর জাফর নামে পরিচিত খন্দকার মুস্তাককে দেওয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব।

হাজার হাজার উপস্থিত জনগনের সামনে ইউসুফ আলী প্রথম অস্থায়ী সরকারের শপথ বাক্য পাঠ করান। সভা শেষ করার পর যখন তারা চলে যাবে এমন সময় আমাদের কয়েকজন আনসার সদস্যরা গার্ড অব অনার প্রদান করে তাদের বিদায় দেয়।

মে.প্র: তৎকালিন সময়ে মেহেরপুরের আর কোন কোন নেতাকর্মী সেখানে ছিল? আপনার জানা আছে কি না?
মোমিন চৌধুরী: মেহেরপুরে বর্তমানে যারা রাজনিতি করছে তাদের ভিতর ঐ সময় কেউই উপস্থিত ছিলো না।

মে.প্র: নিজের সম্পর্কে কিছু বলেন?

মোমিন চৌধুরী: নিজের সম্পর্কে বলার কিছু নেই। স্বাধিনতার এতো বছর পরেও মুক্তিযোদ্ধার খাতায় আমার নাম নেই। মুক্তিযোদ্ধার জন্য দরখাস্ত করেছি। শুনেছি নাকি যাচাই- বাছাই পর্যায়ে আছে। জানিনা কি করলে নাম উঠবে। হয়তো এ জন্মে আর হবে না।

তবে আমার নিজের কাছে এই ভেবে ভালো লাগে দেশের স্বাধিনতার জন্য একটু হলেও আমি মোমিন চৌধুরী কাজ করেছি। এটাই আমার কাছে বড় পাওনা। ৮২ বছর পার করে ফেলেছি,হয়তো আর কিছু সময়..। ২ ছেলে ৩ মেয়েকে নিয়েই ভালোই যাচ্ছে সময়।

স্বল্প পরিসরে মুজিবনগর দিবস পালিত

জনসমাগম না করে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে স্বল্প পরিসরে পালিত হয়েছে ১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস।

শুক্রবার সকালের প্রথম প্রহরে ৫:৪০ মিনিটে ৩১ বার তপদ্ধনীর মধ্যে দিয়ে দিবসের সূচনা করা হয়।

পরে মুজিবনগর শেখ হাসিনা মঞ্চের সামনে আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।

এবং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে মুজিবনগর সৃতিসৌধে প্রশাসনের পক্ষে পুষ্পমাল্য, অর্পন করেন জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, জেলা পুলিশের পক্ষে পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলী।
এছাড়া জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের এমপি ফরহাদ হোসেনের পক্ষে ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলি।

এ ছাড়াও পুষ্পস্তবক অর্পন করেন, মেহেরপুর -২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর-মুজিবনগর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও রাজনৈতিক-সরকারি নেতৃবৃন্দরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার(সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম।

মেপ্র/আরপি

মুজিবনগর দিবসের প্রস্তুতি পরিদর্শনে ডিসি-এসপি

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর পালন উপলক্ষে মুজিবনগর আম্রকাননে সকল প্রস্তুতি পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও পুলিশ সুপার মুরাদ আলী।

বৃহস্প্রতিবার বিকালে তারা মুজিবনগর সৃতিসৌধের সকল প্রস্তুতির যায়গা ঘুরে দেখেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম, পুলিশ সুপার(সার্কেল) মুস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

উল্যেখ্য,করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসের কর্মসূচি এবার সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ৩১ বার তোপধ্বনি, স্মৃতিসোধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও তিন উপজেলায় তিনটি তোরণ নির্মাণ।

মুজিবনগরে গলাই রশি লাগিয়ে বৃদ্ধের আত্বহত্যা

মুজিবনগরে গলাই রশি লাগিয়ে মশিউর রহমান খোকন(৫৫) নামের এক বৃদ্ধ আত্বহত্যা করেছে।

মঙ্গলবার আনুমানিক সকাল সাড়ে দশটার দিকে পুরন্দরপুর পশ্চিমপাড়া ওহাবের ভাটার পাশের আম বাগানের ভিতর আমাগাছের সাথে গলায় রশি লাগিয়ে আত্বহত্যা করে। আত্বহননকারী দারিয়াপুর কাশারিপাড়ার মৃতঃ নফল উদ্দীনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গত ২/৩ মাস আগে খোকন ব্রেনস্টোক করেন।তারপর থেকে তার চিকিৎসা চলমান ছিলো। মাঝে মাঝে তার মাথায় সমস্যা হত। আজকে সকালে সে একটি রশি হাতে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছিলো। পরে এগারোটার দিকে বাগানের ভিতর তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পাই। সাথে সাথে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ লাশ নিচে নামায়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, মৃত্যুর খবর শোনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সেখানে যেয়ে কোন ধরনের সন্দেহমূলক কিছু পাওয়া যায়নি। তাছাড়া তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়া পরিবারের কাছে

হস্তান্তর করা হয়। এদিকে ঘটনা শোনার পর পরই মেহেরপুর সার্কেল এসপি মুস্তাফিজুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

মুজিবনগরে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করলেন সেনাবাহিনী

করোনা ভাইরাস এর কারনে কর্মহীন হয়ে পরা গরীব অসহায়দের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। সোমবার সকালের দিকে বগুড়া সেনানিবাসের ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আরমান মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এ সকল খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়া হয়।

এ সময় ২০ জন গরীব অসহায় ব্যাক্তিদের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরন করা হয়। খাবার সামগ্রী বিতরনকালে সেনাবাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় বসেছে ৬টি হাট

করোনার সংক্রমণ রোধে মুজিবনগরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে বসেছে ৬ টি হাট।
গতকাল শুক্রবার হাটের দিন মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া, বাগোয়ান, মহাজনপুর, শিবপুর, মোনাখালী ও পুরন্দরপুর গ্রামে নির্ধারিত দুরুত্ব বজায় রেখে বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় এ সকল হাট বসানো হয়।

সকল হাটগুলোতে মানুষের সমাগম রোধে যার দুরুত্ব করা হয়েছে একটি

বক্সের থেকে আরেকটি ১০ ফুট প্রর্যন্ত। এবং একটি লাইন থেকে আরেকটি লাইনের দুরুত্ব প্রায় ১৫ ফুট।

প্রতিটি বক্সের ভিতরে একটি করে দোকান বসানো হয়েছে।

এছাড়া প্রত্যেক লাইনে একটি করে ত্যাগ লাগিয়ে রাখা হয়েছে। যা দেখে খুব সহজেই সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে ক্রেতার তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে পারছে।

এছাড়া কয়েকটা বাজার ঘুরে দেখা গেছে সাধারণ ক্রেতার যাতে করে হাত ধুয়ে বাজার করে সে লক্ষে কিছু কিছু হাটে বসানো হয়েছে বেসিন। সাথে সাথে বাজারে আসা সকল ক্রেতাদের সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে বাজার করতে ও বিভিন্ন ভাবে সচেতন করতে সব সময় সহযোগীতা করছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিজ উদ্যোগে তৈরিকৃত মুজিবনগর করোনা-১৯ স্বেচ্ছাসেবক সদস্য বৃন্দরা।

যতদিন প্রর্যন্ত করোনার সংক্রমণ না রোধ হবে ততদিন প্রযন্ত মুজিবনগর উপজেলার সব কয়টি হাট এরকম পদ্ধতিতে বসানো হবে বলে জানিয়েছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি।

এর আগে তিনি দারিয়াপুর খেলার মাঠ ও শিবপুর মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে প্রথম বক্স সিস্টেমে হাট ব্যাবস্থাপনা চালু করেন।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি জানান, করোনা সংক্রমন রোধে সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখার লক্ষে দারিয়াপুর ও শিবপুর হাটে প্রথম বক্স সিস্টেমে হাট ব্যাবস্থাপনা চালু করা হয়। ধীরে ধীরে উপজেলার সকল হাট বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় বসানো হচ্ছে।
গতকাল শুক্রবারও উপজেলা ৬ টি গ্রামে বক্স সিস্টেম ব্যাবস্থাপনায় হাট বসে।

এছাড়া মুজিবনগর করোনা-১৯ স্বেচ্ছাসেবক সদস্যরা সেখানে সব সময় সাধারণ জনগণকে সহযোগীতা করছেন। এখন থেকে যতদিন প্রযন্ত করোনা সংক্রামন রোধ না হয় ততদিন প্রর্যন্ত মুজিবনগর উপজেলার সকল হাট এই ব্যবস্থাপনায় চলে আসবে।

মেহেরপুরের সকল প্রবেশপথে আজ থেকে নিরাপত্তা চৌকি

করোনা প্রতিরোধে আজ শুক্রবার থেকে মেহেরপুর জেলার সকল প্রবেশপথে নিরপত্তা চৌকি বসানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি।

আজ শুক্রবার দুপুরে তাঁর ফেসবুক টাইমলাইনে তিনি এ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে জেলার সকল প্রবেশপথে নিরাপত্তা চৌকি বসানো হচ্ছে।

বিস্তারিত আসছে..